দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 FEB 1997 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বোর্ড কর্তৃপক্ষ নীরব ঃ অভিভাবকরা দিশেহারা

উত্তরাঞ্চলে স্কুল-কলেজে ৫শ' থেকে ৪ হাজার টাকা অবৈধ পরীক্ষা ফি আদায়

।। সৈয়দ শামীম শিরাজী ।।

স্কুল ও কলেজগুলোতে বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ফি আদায় নিষিদ্ধ হলেও উত্তর জনপদের ১৬টি জেলায় তা মানা হচ্ছে না। এতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কার্যকরী ভূমিকা না থাকায় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পড়ালেখার খরচ বহন করা অভিভাবকদের কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলগুলোতে ৫শ' টাকার পরীক্ষা ফি ১৫শ' টাকা ও কলেজগুলোতে সর্বসাকুল্যে ১৫শ' থেকে ৩/৪ হাজার টাকা পর্যন্ত অবৈধভাবে পরীক্ষা ফি নেয়া হচ্ছে। এভাবে গড়পরতাভাবে ফি গ্রহণ করায় অভিভাবকমহল শংকিত হয়ে পড়েছেন। তাদের সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার ফি ধরা হয়েছে প্রতিপত্র ৩৫ টাকা হিসাবে ১০ পত্র ৩৫০ টাকা। নম্বর ফর্দ ৩০ টাকা, ব্যবহারিক প্রতিপত্র ২০ টাকা, স্কাউট ফি ১০ টাকা ও শিক্ষা সপ্তাহ পালন ৫ টাকা। এছাড়া অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৭৫ টাকা ও বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের ৯০ টাকা। নির্ধারিত এই ফি ছাড়া প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কেন্দ্র ফি হিসেবে আরো ১শ' টাকা নেয়ার কথা। অর্থাৎ বোর্ড ও কেন্দ্র ফি মিলিয়ে একজন নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফি দাঁড়ায় সর্বসাকুল্যে ৬শ' টাকা। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার স্কুলগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত বর্ধিত ফি আদায় করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ফি'র পরিমাণ ৫'শ থেকে ১৫শ' টাকা পর্যন্ত পৌছেছে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে স্কুল-কলেজের বোর্ড পরীক্ষার কোন খাতে কত টাকা নেয়া হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের দেয়া রশিদে তার কোনো উল্লেখ থাকছে না। শুধু টাকার অংশ লেখা থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের কলেজগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বর্ধিত পরীক্ষা ফি আদায় করছে। কুড়িগ্রাম জেলার ফলবাড়ী থানার ফলবাড়ী কলেজে দেখা গেছে, ১৭শ' টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত পরীক্ষার ফি নেয়া হয়েছে। অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা নেয়ার রেওয়াজও কলেজের রয়েছে। উত্তর জনপদের ১৬টি জেলার কলেজগুলোর একই অবস্থা। তবে নতুন কলেজে আরো বেশী ফি নেয়া হয়। যেহেতু নতুন কলেজগুলোতে নকলের সুযোগ থাকে, তাই সামর্থবান পরীক্ষার্থীরা ঐসব কলেজে বেশী মাত্রায় ফি দিয়ে ভর্তি হতে দ্বিধা-সংকোচ করে না। তবে গ্রামের স্কুল-কলেজের চাইতে শহরে বেশী মাত্রায় ফি নেয়া হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নতুন কলেজের অনুমোদন দিতে গিয়েও বেশ সুবিধা নিচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে একই এলাকায় দু'টি কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার রতনকান্দিতে সিরাজগঞ্জের কৃতী পুরুষ সুসাহিত্যিক বরকতুল্লাহ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও কাছাকাছি অপর একটি কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে কলেজের সুযোগ-সুবিধা বেশী মাত্রায় দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। অপরাধ সৃষ্টির উৎস রচনা করা হচ্ছে। বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মতে, পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায় করা রীতিমত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ জনপদের ১৬টি জেলায় বোর্ডের এ নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন থেকে ঘটে আসছে বর্ধিত ফি আদায়ের অপরাধমূলক ঘটনা। অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকদের প্রাণ এমনিতেই ওষ্ঠাগত এরপর মরার উপর খাড়ার ঘার মত সন্তানদের অতিরিক্ত পরীক্ষা ফি দিতে অভিভাবকেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাই ভুক্তভোগি অভিভাবকমহল এ ব্যাপারে বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।